করাত-কল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ১৯৯৮

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ অগ্রহায়ন ১৪০৫ বাং/৩০ নভেম্বর, ১৯৯৮ইং

এস, আর, ও, নং ২৭০-আইন/৯৮- Forest Act, 1927(XVI of 1927)- এর Section 41-এর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করল, যথা:

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম:** এ বিধিমালা করাত-কল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ১৯৯৮ নামে অভিহিত হবে।

২। **সংজ্ঞা:** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে এ বিধিমালায় 'ফরম' অর্থ এ বিধিমালার সাথে সংযোজিত কোন ফরম।

৩। **করাত-কল স্থাপন ও পরিচালনার জন্য লাইসেন্স:**

(১) এ বধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স, অতঃপর এ বিধিমালার লাইসেন্স বলে অভিহিত ছাড়া কোন করাত-কল স্থাপন বা পরিচালনা করা যাবে না।

(২) লাইসেন্সের জন্য সরকার কর্তৃক এ উদ্দেশ্যে নির্ধারিত কর্মকর্তা, অতঃপর এ বিধিমালায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলে উল্লেখিত, এর কাছে ফরম 'ক' তে আবেদন করতে হবে।

(৩) আবেদন পত্রে উল্লেখিত বিষয়ের সত্যতা যাচাই ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি তদন্ত করে সঠিক পাওয়া গেলে, ফরম 'খ' তে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক লাইসেন্স প্রদান করা হবে।

৪। **লাইসেন্স ফি:**

করাত-কল স্থাপন বা পরিচালনার জন্য লাইসেন্স ফি বাবদ ২০০০ টাকা '৪৮-বন রাজস্ব' খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক বা যে কোন সরকারি ট্রেজারি চালান আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত না করলে আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

৫। **লাইসেন্সের মেয়াদ:** লাইসেন্স মেয়াদ ইস্যুর তারিখ থেকে এক বছর হবে।

৬। **লাইসেন্স নবায়ন:**

(১) মেয়াদ শেষ হওয়ার এক মাস আগে লাইসেন্স নবায়নের জন্য ফরম 'ক' তে আবেদন করতে হবে।

(২) উপ-বিধি (১)-এর অধী আবেদনের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আবেদনকারী তার কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন।

(৩) বিধি ৪-এ উল্লেখিত লাইসেন্স ফি'র শতকরা ২৫% অর্থ নবায়ন ফি বাবদ উক্ত বিধিতে উল্লেখিত পদ্ধতিতে জমা না করা না হলে নবায়নের আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না।

৭। **কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্য কেনা-বেচার হিসাব:**

(১) প্রত্যেক লাইসেন্সধারী তার করাত-কলে কেনা ও বেচার সব কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্যের উৎসের উল্লেখসহ কেনা-বেচার হিসাব ফরম 'গ'-তে মাসিক ভিত্তিতে সংরক্ষণ করবেন।

(২) যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি রেঞ্জারের নিচে নয় এমন কোন বন কর্মকর্তা অথবা সাব-ইন্সপেক্টরের নিচে নয় এমন যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা দেখতে চাইলে তাকে প্রত্যেক লাইসেন্সধারী তার কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্যের কেনা-বেচার হিসাবে প্রদর্শন করতে বাধ্য থাকবে।

৮। **করাত-কল স্থাপন ও পরিচালনায় কতিপয় বিধি-নিষেধ:**

(১) সংরক্ষিত, রক্ষিত, অর্পিত ও অন্য যে কোন ধরণের সরকারি বনভূমির সীমানা থেকে অথবা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্থল সীমানা থেকে দশ কিলোমিটারের মধ্যে, পৌর এলাকা ছাড়া, কোন স্থানে কোন করাত-কল স্থাপন করা বা পরিচালনা করা যাবে না।

তবে শর্ত হলো, এ বিধিমালা বলবৎ হবার তারিখে অনুরূপ কোন স্থানে কোন করাত-কল বিদ্যমান থাকলে তা উক্ত তারিখ থেকে এক'শ আশি দিনের মধ্যে বন্ধ করে দিতে হবে।

(২) এ বিধিমালা বলবৎ হবার তারিখে বিদ্যমান সব করাত-কল, এ বিধিমালর সাথে কোন অসঙ্গতি না থাকলে, এ বিধিমালার অধীন স্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য হবে।

তবে শর্ত হলো, অনুরূপ করাত-কল পরিচালনার জন্য এ বিধিমালা বলবৎ হবার তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে বিধি ৩ ও ৪-এর বিধান অনুযায়ী লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে হবে এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে আবেদন করতে ব্যর্থ হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট করাত-কলটি বন্ধ করে দিতে পারবেন।

৯। **পরিদর্শন:** (১) কোন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা ডেপুটি রেঞ্জারের নিচে নয় এমন যে কোন বন কর্মকর্তা বা সাব-ইন্সপেক্টরের নিচে নয় এমন যে কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা সরকার থেকে এ উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা কোন প্রকার অগ্রিম নোটিশ ছাড়া যে কোন করাত-কল পরিদর্শন করতে পারবেন।

(২) উপ- বিধি (১)- এর অধীন পরিদর্শনকালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার কাছে যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, করাত-কলে অবৈধ কাঠ বা অন্য কোন বনজদ্রব্য রয়েছে তাহলে তিনি অনুরূপ সমুদয় কাঠ বা বনজদ্রব্য আটক করতে পারবেন।

১০। **দণ্ড:** (১) কোন ব্যক্তি এ বিধিমালার কোন বিধান লঙ্ঘন করলে তিনি অনধিক তিন বছর কিন্তু অনূন্য দু'মাসের কারাদণ্ড এবং তার অতিরিক্ত অনধিক দশ হাজার টাকা কিন্ত অন্যূন দু'হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

১১। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ:** দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তার লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত বিধিমালার অধীন কোন অপরাধ বিচারে জন্য গ্রহণ করবে না।

ফরম 'ক'

[বিধি ৩(২) ও ৬(১) দ্রষ্টব্য]

করাত-কল স্থাপন/পরিচালনার জন্য লাইসেন্সের/ লাইসেন্স বাস্তবায়নের আবেদনপত্র।

১। আবেদনকারীর নাম :

২। পূর্ণ ঠিকানা :

(ক) স্থায়ী :

(খ) বর্তমান :

৩। পেশা :

৪। করাত-কল স্থাপন/পরিচালনার উদ্দেশ্য :

৫। করাত-কলের অবস্থান :

৩ কপি ম্যাপসহ জায়গার মালিকানা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করতে হবে :

(ক) দাগ নং :

(খ) মৌজা নং :

(গ) গ্রামের নাম/রাস্তার নাম :

(ঘ) ইউনিয়নের নাম :

(ঙ) থানার নাম :

(চ) জেলার নাম :

৬। করাত-কলের কি ধরনের কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্য কেনা-বেচা করা হবে/হয় এবং তাদের উৎস :

আবেদনকারীর স্বাক্ষর
তারিখ.....ইং
.....বাং

তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ব্যক্তির প্রতিবেদন

সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পরীক্ষা ও সরেজমিনে তদন্ত করে আবেদনপত্রে বর্ণিত বিষয়গুলো ও অন্যান্য তথ্যাদি সঠিক পাওয়া গেছে/পাওয়া যায়নি। অতএব লাইসেন্স প্রদানের/নবায়নের জন্য সুপারিশ করা হল/হল না।

স্বাক্ষর/
তারিখ:
পদবি:
সিল:

ফরম 'খ'

[বিধি ৩(৩) দ্রষ্টব্য]

করাত-কল স্থাপ/পরিচালনার জন্য লাইসেন্স

প্রাপকের নাম.....

ঠিকানা.....

আপনার.....তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে আপনাকে করাত-কল স্থাপন/পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান করা হল।

(ক) দাগ নং.....

(খ) মৌজা নং .....

(গ) গ্রামের নাম/রাস্তার নাম.....

(ঘ) ইউনিয়নের নাম..... :

(ঙ) থানার নাম ..... :

(চ) জেলার নাম.....

২। (১) করাত-কলের ধরন

(২) ব্লেডের বিবরণ

(৩) অন্যান্য বিবরণ

৩। শর্তাবলী:

(ক) করাত-কলের কোন অবস্থাতেই অবৈধ কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্য কেনা-বেচা বা অন্যবিধ ব্যবহার করা যাবে না।

(খ) কোন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা ডেপুটি রেঞ্জারের নিচে নয় এমন কোন বন কর্মকর্তা বা সাবইন্সপেক্টরের নিচে নয় এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা সরকার থেকে এ উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা যে কোন সময় কোন প্রকার অগ্রিম নোটিশ ছাড়া করাত-কল পরিদর্শন করতে পারবেন এবং তাতে কোন বাধা প্রদান বা ওজর-আপত্তি করা চলবে না।

(গ) করাত-বলে কেনা-বেচা কাঠ ও অন্যান্য বনজদ্রব্যর হিসাব মাসিক ভিত্তিতে সংরক্ষণ করতে হবে।

(ঘ) করাত-কল (লাইসেন্স) বিধিমালা, ১৯৯৮-এর পরিপন্থী কোন কাজের জন্য মোকদ্দমা দায়ের করা যাবে।

(ঙ) এ লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ থেকে তা এক বছর মেয়াদের জন্য বলবৎ থাকবে এবং মেয়াদ শেষ হবার এক মাস আগে নবায়নের জন্য আবেদন করা না হলে তার কার্যকারিতা থাকবে না।

তারিখ:

স্বাক্ষর
বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
বন বিভাগ

ফরম 'গ'

[বিধি ৭(১) দ্রষ্টব্য]

কাঠ কোন- বেচার মাসিক হিসাব

বন অধিদপ্তর বাংলাদেশ, বই নং.....বন বিভাগ লাইসেন্স নং.....

করাত-কলের অবস্থান.....লাইসেন্স নবায়নের তারিখ.....

করাত-কলের মালিকের নাম.....পিতার নাম.....

ঠিকানা.....

১। গত মাসের মজুদ থেকে প্রাপ্ত

গোল কাঠ.....চিরাই কাঠ.....

২। বর্তমান মাসে কেনা কাঠের হিসাব

তারিখ.....কাঠের পরিমাণ.....উৎস.....

৩। বর্তমান মাসে বিক্রি করা কাঠের হিসাব

তারিখ.....কাঠের পরিমাণ.....চালান/চালানি পাস নং.....

৪। মাস শেষে মজুদ কাঠের পরিমাণ

গোল কাঠ.....চিরাই কাঠ.....